দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ .....

চলতি বছর থেকেই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিল দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিশুদের ওপর থেকে চাপ কমাতে চলতি বছর থেকেই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। অভিভাবক ঐক্য ফোরামের ব্যানারে শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে এই দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। কর্মসূচীতে অনেক শিশু শিক্ষার্থীও অংশ নেয়।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার রাজধানীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীতে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুদু বলেন, শিশুদের ওপর

অভিভাবক, শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

থেকে পরীক্ষার চাপ কমাতে হবে। ২০১৮ সাল নয় ২০১৬ সাল থেকেই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। প্রাথমিক সমাপনীর সঙ্গে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষাও বাতিলের দাবি জানান ইউনুস আলী আকাশ নামে এক অভিভাবক। তিনি বলেন, আইনে এসব পরীক্ষার কথা নেই। তাই শুধু এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা হবে। ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিচ্ছে সরকার। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষা শুরুর পর আলাদা করে আর বৃত্তি পরীক্ষা হচ্ছে না। সমাপনীতে উত্তীর্ণদের মধ্য থেকেই বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতের পরে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থাকবে কি থাকবে না সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার। মানববন্ধন চলাকালে অভিভাবকরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত এবং আইন করে কোচিং সেন্টার বন্ধেরও দাবি জানিয়েছেন। দাবি আদায়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আগামী ২৩ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অবস্থান এবং ২৭ মে প্রতীকী অনশন কর্মসূচী ঘোষণা করেন অভিভাবকরা। একই সঙ্গে বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের বেতন-ভাতা বাড়ালে তা সরকারকে বহন করতে হবে।

অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক পরিষদের কর্মসূচী ঘোষণা ॥ এমপিওভুক্তির দাবিতে ফের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে দেশের বেসরকারী কলেজের অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকরা। তিন দিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচী শেষে বেসরকারী কলেজে অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক পরিষদ এ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বেসরকারী অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক পরিষদের সভাপতি কাজী ফারুক বলেন, অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকদের দীর্ঘ ২৩ বছরের বঞ্চনার দাবি এমপিওভুক্তি আগামী বাজেটের আগেই বাস্তবায়ন চাই। প্রচলিত জনবল কাঠামো সংশোধন করে নবম ও দশম জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ও স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিধি মোতাবেক নিয়োগকৃত বেসরকারী কলেজের অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করতে হবে।

তিনি ক্লাস বর্জন কর্মসূচী সফল করায় বেসরকারী কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে কর্মসূচী ঘোষণা করে বলেন, আগামী ২৯ মার্চ প্রত্যেক জেলার প্রেসক্লাবের সামনে সকল শিক্ষকের উপস্থিতিতে অনশন। ২৯ মে সকল বেসরকারী কলেজের অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের অংশগ্রহণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও। ১২ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আমরণ অনশন। কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য সকল অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকের প্রতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান।

কাজী ফারুক আরও বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র দাবি দেশের জনবল কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করে বেসরকারী কলেজের অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের দ্রুত এমপিওভুক্তিকরণ। ২৪ বছর ধরে বেতন না পাওয়া এসব শিক্ষকদের ধুকে ধুকে মরার চেয়ে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে আত্মত্যাগ করা শ্রেয়।